উদ্ভাবনী ধারণা (Innovative Idea): অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ।

ধারণার উদ্ভাবক ও বাস্তবায়নকারী: সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভোলা।

০১) খাদ্য বিভাগ, ভোলা জেলার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা:

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ভোলা ও আওতাধীন ১৫টি স্থাপনায় ৩৯০টি অভ্যন্তরীণ ও ২৩৭টি বাণিজ্যিক মোট ৬২৭টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে। আপত্তিসমূহের সাথে জড়িত টাকার পরিমান (৩.১৬+১৩.১৮)= ১৬.৩৪ কোটি। ১৯৭১-২০১৬ সাল বা গত ৪৬ বছরে (১৪৭০+৭৩৮)= ২২০৮টি আপত্তি নিষ্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ প্রতি বছর আপত্তি নিষ্পত্তির গড় সংখ্যা-৪৮। সকল স্থাপনা হতে নিয়মিত নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান না করার দরুন আপত্তি নিষ্পত্তির অগ্রগতির হার কম।

যথাযথ প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব প্রদান না করার দরুণ সত্তর, আশি ও নব্বই দশকের অনেক অডিট আপত্তি অমিমাংসিত রয়ে গেছে। সম্প্রতি উত্থাপিত সকল আপত্তির জবাব নিরীক্ষিত স্থাপনা হতে প্রেরণ না করার কারণে পুরাতন আপত্তির সংখ্যার সাথে নতুন আপত্তি যোগ হচ্ছে। ফলে বৃহৎ অংকের সরকারি টাকা অনাদায়ী/ অপচয় হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে।

০২) বর্তমানে অডিট আপত্তির জবাব প্রেরণের পদ্ধতি:

ক) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এক/একাধিক তাগাদার পর সময়ে সময়ে কিছু সংখ্যক আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়।

খ) পিআরএল ভোগরত/অবসর সুবিধা প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষমান কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে জড়িত আপত্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তাগাদা বা আগ্রহের কারণে কিছু সংখ্যক আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়।

গ) আপত্তি নিষ্পত্তিকল্পে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের কার্যপত্র প্রেরণের জন্য তাগাদা প্রদানের পর তড়িগড়ি করে কিছু সংখ্যক আপত্তির জবাব প্রস্তুত করা হয় এবং সভায় উপস্থাপন করা হয়।

ঘ) প্রতি মাসে/কোয়ার্টারে/বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক আপত্তির জবাব প্রদানের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

ঙ) যে সকল স্থাপনায় দক্ষ ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে আগ্রহী কর্মকর্তা কর্মরত থাকেন সেখানে আপত্তির জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তির হার সন্তোষজনক। অন্য স্থাপনাসমূহে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদানের সংখ্যা ও নিষ্পত্তির হার খুবই নগন্য।

০৩) বর্তমান পদ্ধতিতে অডিট আপত্তির জবাব প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ:

ক) ‘অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহের জবাব জরুরীভিত্তিতে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো’ মর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পত্র জারি করা হয়, যাতে সুনির্দিষ্ট সময়/সুনির্দিষ্ট আপত্তির সংখ্যা উল্লেখ করা থাকে না বা উল্লেখ করা সম্ভবপর হয় না।

খ) প্রতি মাসে/কোয়ার্টারে/বছরে প্রত্যেক স্থাপনা হতে ন্যূনতম কতটি আপত্তির জবাব প্রেরণ করতে হবে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন দিক নির্দেশনা নেই।

গ) অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী মনে করেন নিরীক্ষা আপত্তিগুলো তার সময়কার নয়, অতএব আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যাপারে তার কিছু করার প্রয়োজন নেই।

ঘ) নিরীক্ষার বিষয়ে জ্ঞান না থাকায় অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে নিরীক্ষা ভীতি কাজ করে।

ঙ) আপত্তির জবাব প্রস্তুতের জন্য পুরাতন নথিপত্র/জিও'র খোঁজ করা ও নিরীক্ষা একটি যুক্তিখন্ডনমূলক বিষয় হওয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিরীক্ষার জবাব দানের ক্ষেত্রে অনাগ্রহ বোধ করেন বা দায়সারাভাবে জবাব প্রদান করেন।

০৪) সমস্যার ভুক্তভোগী ও ব্যাপ্তি:

ভুক্তভোগী: সরকার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

ব্যাপ্তি: জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ভোলা ও আওতাধীন স্থাপনাসমূহ (১৬টি স্থাপনা)। সারাদেশেও অনুরুপ সমস্যা বিদ্যমান।

০৫) বিদ্যমান সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান:

প্রতি মাসে প্রত্যেক স্থাপনা হতে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যূনতম ০১টি আপত্তির (অভ্যন্তরীণ/বাণিজ্যিক) নিষ্পত্তিমূলক জবাব জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করা।

০৬) প্রস্তাবিত পদ্ধতির পাইলটিং কার্যক্রম:

পাইলটিং এলাকা: জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ভোলা এবং আওতাধীন উখানি ও ভাকক'র কার্যালয় (১৬টি স্থাপনা)।

পাইলটিং সময়: ০৩ মাস (মার্চ/২০১৮- মে/২০১৮)।

লক্ষ্যমাত্রা: প্রতি মাসে প্রত্যেক স্থাপনা হতে ০১টি করে অর্থাৎ ০৩ (তিন) মাসে মোট ৪৮টি আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা এবং ন্যূনতম ৪০টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা।

০৭) প্রস্তাবিত পদ্ধতি বাস্তবায়নকারী দল (টিম):

	দলনেতা	দল সমন্বয়কারী	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩
নাম	সুবীর নাথ চৌধুরী	মোঃ তৈয়বুর রহমান	মোঃ জাফর ইকবাল	মোঃ ইউছুফ	কণিকা রানী মন্ডল
পদবী	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভোলা।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভোলা সদর।	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক, ভোলা সদর এলএসডি, সংযুক্তি-জেখানি দপ্তর, ভোলা।	ডাটা এন্ট্রি এন্ড কন্ট্রোল অপারেটর, জেখানি দপ্তর, ভোলা।	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক, নাজিরপুর এলএসডি, সংযুক্তি-জেখানি দপ্তর, ভোলা।
মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	০১৭২৩-৭৭৯১৪৮ subir31st@gmail.com	০১৭২৮৮১৩৩৩০ UCFoodbholasadar@gmail.com	০১৭১৯৮৩৪৯১০ jiqbal.samu@gmail.com	০১৭১৮১৪৭২৩৪ eusufsumon84@gmail.com	০১৭২৫২৫৩৭৬৩

০৮) প্রস্তাবিত সমাধান প্রক্রিয়া (Flow Chart/ধাপসমূহ):

ক) উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য দল গঠন ও দলে প্রস্তাবনা নিয়ে পর্যালোচনা।

খ) সকল স্থাপনার অফিস প্রধান ও সংশ্লিষ্ট স্থাপনাসমূহের নিরীক্ষা শাখা সহকারীদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভার (Motivational Meeting) আয়োজন।

গ) সঠিক প্রমাণক/ যুক্তিখন্ডনসহ অডিট আপত্তির জবাব প্রস্তুতকরণ ও অডিট ভীতি দূরীকরণের জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে ০১-০২ দিনব্যাপী সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন।

ঘ) প্রতি মাসে প্রত্যেক স্থাপনা হতে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যূনতম ০১টি আপত্তির (অভ্যন্তরীণ/বাণিজ্যিক) নিষ্পত্তিমূলক জবাব জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করার বিষয়ে অফিস আদেশ জারি।

ঙ) প্রত্যেক মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় সকল স্থাপনা হতে জবাব পাওয়া গিয়েছে কিনা যাচাই করা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় সকল অফিস প্রধানকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কোন স্থাপনা হতে জবাব প্রদান না করা হলে সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানকে ব্যাখ্যা তলব/শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

চ) কোন স্থাপনায় নিষ্পত্তিমূলক আপত্তি (মামলা জড়িত/রেকর্ডপত্র না থাকা সংক্রান্ত) না থাকলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংযুক্ত করে (যতদূর সম্ভব) অগ্রগতিমূলক জবাব প্রেরণ করবে এবং এ ধরণের আপত্তিসমূহের বিষয়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক নিষ্পত্তির বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ।

০৯) উদ্ভাবনী প্রস্তাবনার প্রসেস ম্যাপ: প্রসেস ম্যাপ

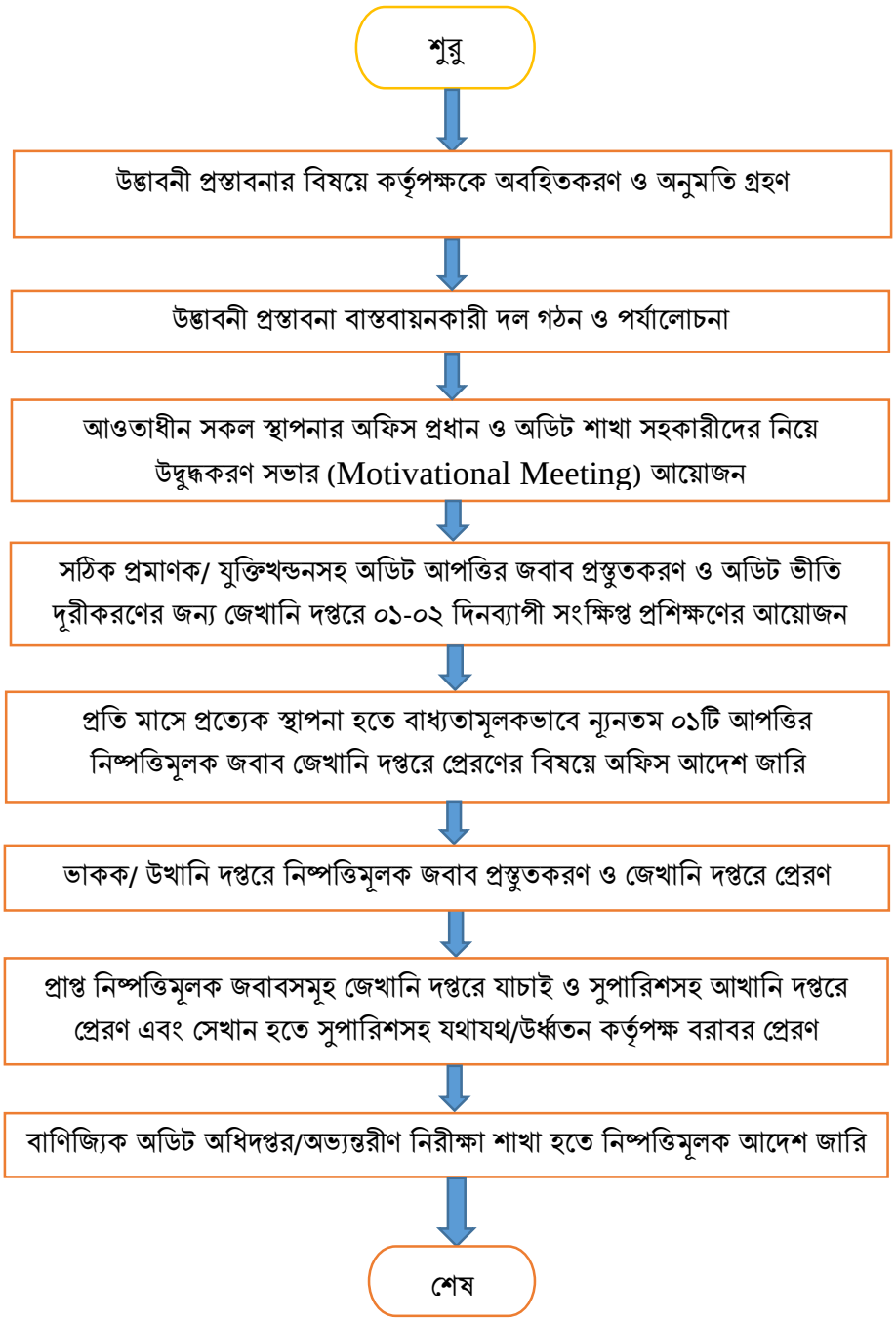

১০) TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা:

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (Time)	জবাব প্রেরণের ক্ষেত্রে **সুনির্দিষ্ট কোন সময়সীমা** নেই। আপত্তি নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা বিরাজমান।	সুনির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে (**প্রতি মাসে প্রতি স্থাপনা হতে ০১টি, বছরে ১২টি**)। আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত হবে।
খরচ (Cost)	বৃহৎ অঙ্কের সরকারি অর্থের অপচয়/অনাদায়ী টাকা হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে।	সরকারি অর্থের অপচয় রোধ হবে এবং অনাদায়ী টাকার অঙ্ক উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে।
ভিজিট (Visit)	ভুক্তভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা/নিরীক্ষা অফিসে **ন্যূনতম ২-৩ বার** যেতে হয়।	সংশ্লিষ্ট স্থাপনা/নিরীক্ষা অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। **ভিজিটের সংখ্যা শূন্য (০)**।

অন্যান্য সুবিধা:

দীর্ঘদিনের ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তির হার বাড়বে। মামলার সাথে জড়িত/রেকর্ডপত্র পাওয়া যাচ্ছে না এরুপ আপত্তিসমূহের অগ্রগতিমূলক জবাব প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তির পথ ত্বরান্বিত হবে। খাদ্য বিভাগে প্রচুর সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে বা সরকারি টাকা অনাদায়ী রয়েছে মর্মে যে দুর্নাম রয়েছে তা ঘুচবে। পাবলিক অ্যাকাউন্টস (পিএ) কমিটি তথা সরকারের নিকট খাদ্য বিভাগের ভাবমূর্তি উজ্বল হবে।

১১) উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া পাইলটিং সময়সূচি (গ্যান্ট চার্ট):

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সময়সীমা: মার্চ/২০১৮ - মে/২০১৮											
		মার্চ (সপ্তাহ)				এপ্রিল (সপ্তাহ)				মে (সপ্তাহ)			
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
১. কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ ও অনুমতি গ্রহণ	দলনেতা	→											
২. উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা বাস্তবায়নকারী দল গঠন ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনা	দলনেতা+ দল	→											
৩. আওতাধীন স্থাপনাসমূহের অফিস প্রধান ও শাখা সহকারীদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ/ Motivational সভার আয়োজন	দলনেতা+ দল	→	→										
৪. সঠিক প্রমাণক/ যুক্তিখন্ডনসহ আপত্তির জবাব প্রস্তুতকরণ ও অডিট ভীতি দূরীকরণের লক্ষ্যে জেখানি দপ্তরে ০১-০২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন	দলনেতা+ দল	→	→										
৫. প্রতি মাসে প্রত্যেক স্থাপনা হতে বাধ্যতামূলকভাবে ০১ টি আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের বিষয়ে অফিস আদেশ জারি	দলনেতা		→										
৬. ভাকক/ উখানি দপ্তরে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রস্তুতকরণ ও জেখানি দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট ভাকক/ উখানি			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সময়সীমা: মার্চ/২০১৮ - মে/২০১৮											
		মার্চ (সপ্তাহ)				এপ্রিল (সপ্তাহ)				মে (সপ্তাহ)			
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
৭. প্রাপ্ত নিষ্পত্তিমূলক জবাব জেখানি দপ্তরে যাচাই ও সুপারিশসহ আখানি দপ্তরে প্রেরণ এবং সেখান হতে সুপারিশসহ যথাযথ/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ	দলনেতা+ দল			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
৮. বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর/ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা শাখা হতে নিষ্পত্তিমূলক আদেশ জারি	অডিট অধিদপ্তর/ অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা শাখা					→	→	→	→	→	→	→	→

১২) প্রস্তাবিত পদ্ধতির সুফল:

ক) ভোলা জেলার ১৬টি স্থাপনা হতে প্রতি মাসে ১৬টি আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা সম্ভব হবে অর্থাৎ ০১ বছরে মোট ১৯২টি আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা যাবে।

খ) বর্তমানে ভোলা জেলায় বছরে আপত্তি নিষ্পত্তির গড় সংখ্যা ৪৮। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে বর্তমানের চেয়ে ৩-৪ গুন বেশি আপত্তি বছরে নিষ্পত্তি করা যাবে।

গ) বর্তমানে জেলায় মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৬২৭টি। প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আগামী ০৪-০৫ বছরে উল্লিখিত আপত্তিসমূহের ৭৫-৮০% নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

ঘ) অবশিষ্ট ২০-২৫% আপত্তির সাথে মামলা জড়িত/রেকর্ডপত্র না থাকায় সেগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র (যতদূর সম্ভব) সংযুক্ত করে অগ্রগতিমূলক জবাব প্রদান করা হবে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শ/নির্দেশনা মোতাবেক আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৩) বৃহত্তর পরিসরে প্রয়োগ:

উদ্ভাবনী প্রস্তাবনাটি ভোলা জেলার স্থাপনাসমূহের মতো অন্য সকল জেলার স্থাপনাসমূহের ক্ষেত্রেও বাস্তবায়নযোগ্য। মাঠ পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের মোট ১২০৭টি স্থাপনা রয়েছে (আখানি+সিসিডিআর-০৮, সাইলো-০৫, জেখানি+সিএমএস-৬৬, উখানি-৪৮৫, সিএসডি- ১৩, এলএসডি-৬৩০টি)। প্রত্যেক স্থাপনা হতে প্রতিমাসে ০১ টি করে আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হলে মাসে মোট ১২০৭টি আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা যাবে। ফলে ০১ বছরে মোট (১২০৭×১২)= ১৪,৪৮৪ টি আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা (অভ্যন্তরীণ-৪৩,০৯৯+বাণিজ্যিক-১৮,৮৩১) = ৬১,৯৩০ টি। অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহের প্রায় ২০-২৫% মামলার সাথে জড়িত বা রেকর্ডপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এরুপ প্রকৃতির। প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আগামী ০৬-০৭ বছরে অধিদপ্তরের মোট অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহের ৭০-৭৫% আপত্তি নিষ্পত্তি করা সম্ভব। অবশিষ্ট ২৫-৩০% আপত্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র (যতদূর সম্ভব) সংযুক্ত করে অগ্রগতিমূলক জবাব প্রদান করা যাবে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৪) প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া পাইলটিং/বাস্তবায়নে রিসোর্স ম্যাপ:

প্রয়োজনীয় সম্পদের খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ (টাকা)
জনবল	বিদ্যমান জনবল	-
Motivational Meeting ও প্রশিক্ষণের আয়োজন	(১৫×২)= ৩০ জনের ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালস, রিফ্রেশমেন্ট ও সম্মানী	২০,০০০/-
প্রমাণক/কাগজপত্র ফটোকপি করা	৪৮টি আপত্তি, আপত্তি প্রতি খরচ-৫০/-	২,৪০০/-
মোট প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান		**২২,৪০০/-**

১৫) উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ:

ক) জেখানি, উখানি ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দপ্তরে তৃতীয় শ্রেণীর জনবল (প্রধান সহকারী, অডিটর, উচ্চমান সহকারী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, এএসআই) সংকট রয়েছে।

খ) প্রস্তাবিত পদ্ধতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকল স্থাপনার অফিস প্রধান ও সংশ্লিষ্ট শাখা সহকারীকে উদ্যোগী ও আন্তরিক হতে হবে।

(সুবীর নাথ চৌধুরী)
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ভোলা।
ফোন: ০৪৯১-৬১৪৪৯